জেলা-কোচবিহার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ৩য় আদালত, কোচবিহার।

> উপস্থিতঃ শ্রী শুদ্রকান্তি ধর .
> বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ৩য় আদালত কোচবিহার।

> > <u>জি, আর – ১৩৮৫/২০১৫</u> রেজি:-১৪২৬/১৫

> > > পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম মঞ্জেছ মিঞা

> > > > ----- আসামী

ভারতীয় দন্তবিধির ৩৪১/৩২৫/৫০৬ ধারামতে বিচার্য।

রায় ঘোষনার দিন – ২১.০৬.২০১১

::: पाकक्षमात ताय :::

সংক্ষিপ্ত ভাবে সরকার পক্ষের মামলার বক্তব্য এই যে জনৈক্য মোজ্জাদিন মিঞা পিতাম: নূরুল ইসলাম, নলধোন্দ্রা, থানা - কোত্য়ালী, জেলা- কোচবিহার নিবাসী গত ২৭-১১-২০১৫ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগপত্রে তিনি বর্ননা করেন যে, আসামী গত ২৬-১১-২০১৫ তারিখে দুপুর ১২:০০টার সময় তার বাড়ীতে এসে তাকে গালিগালাজ করে এবং মারধর করে । এরফলে উনি গুরুতরভাবে রক্তাক্ত ও জখম হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসা হয় ।

উক্ত অভিযোগ গ্রহণ করার পর কোচবিহার কোত্য়ালী থানা বর্তমান মোকদ্দমায় আসামীর বিরুদ্ধে ১টি মামলা নথিভুক্ত করেন এবং মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারি পুলিশ অফিসার আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট নং ১২১১/১৫, তারিখ- ৩১-১২-২০১৫ দাখিল করেন ভারতীয় দন্ডবিধির <u>৩৪১/৩২৫/৫০৬</u> ধারায়।

আদালত সমস্ত নথি এবং চার্জশিট দেখার পর আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির <u>৩৪১/৩২৫/৫০৬</u> ধারামতে চার্জ গঠন করেন। তার বিরুদ্ধে চার্জ শোনার পর আসামীরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থনা করেন।

যুক্তি সহকারে সিদ্ধান্ত

এই মামলা প্রমাণ করার জন্ম সরকার পক্ষ থেকে ১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় — বাদী - মোজ্জাদিন মিঞা'র সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বলিলেন যে, ভুলবোঝাবুঝির কারনে তিনি মামলা করেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে তাকে দোষী সাবস্থ করার মতো কোনো অভিযোগ করিলেন না । বাদীর সাক্ষ্য প্রদানের পর, সরকারি উকিলবাবুর প্রার্থনায় সরকারপক্ষ সাক্ষ্য পর্ব বন্ধ করা হল ।

ক্রমশ		
-------	--	--

। অতএব সরকার পক্ষ্যের এই মামলা প্রমান করার মত কোন তথ্য নেই। এবং চার্জ সমর্থন করার মতো উপযুক্ত প্রমান নেই।

উপরোক্ত সমস্ত আলোচ্য বিষয় সাক্ষ্য এবং তথ্য বিবেচনা করার পর আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সরকার পক্ষ আসামীদেরর বিরুদ্ধে এই মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব আসামীরা মুক্তি পেতে হকদার।

অতএব আদেশ হলো যে,

আসামী **১।মক্কেছ মিঞা----**এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির <u>৩৪১/৩২৫/৫০৬</u> ধারার অপরাধ প্রমাণিত না হওয়াতে তাকে ফোজদারি কার্যবিধির ২৪৮ (১) ধারায় খালাস দেওয়া হলো।

জামিনদারকে জামিনের দায় থেকে মুক্ত করা হলো।

निर्प्तिण ও সংশোধিত

বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট , ৩য় আদালত, কোচবিহার ২১.০৬.২০১১ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ৩য় আদালত, কোচবিহার ২৯.০৬.২০১৯